ওঁ যথাগ্নের্দাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা।

সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম।।"

দুর্গা পুরী দেবীর লেখা সারদা রামকৃষ্ণ পুস্তকে শ্রী শ্রী মার জন্মের এক অলৌকিক বর্ণনা আছে, দুর্গা পুরী দেবী বলছেন যে এই ঘটনাটি মা তাকে নিজে বলেছিলেন,

শ্রী শ্রী মা এর বাবা রামচন্দ্র মুখার্জী জয়রামবাটীর নিকটস্থ আমোদর নদের তিরে বসে সন্ধ্যা আন্‌হিক করছিলেন, এমন সময়ে দেখলেন পশ্চিম আকাশ জুড়ে মা জগধাত্রি আবির্ভুতা হয়েছেন, এবং তার দখিন পদটি পৃথিবীতে এসে ঠেকেছে, তার পর সে দিনে কিম্বা দু এক দিন পরেই, তিনি স্বপ্ন দেখলেন, বার বার ধরে নাকি স্বপ্ন দেখেছেন, মা জগধাত্রি বলছেন 'আমি তোমাদের ঘরে আসছি ।

কিন্তু মা শুধু জগধাত্রি নন, তিনি ঘনীভূতা আদ্যা শক্তি, যে আদ্যা শক্তির এক এক টি অংশ হছেন কালী, দুর্গা, জগধাত্রি, বগলা, সরস্বতী আদি ।

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বোলেছেন, ---'দেহ ধারণ করলে আদ্যা শক্তির এলাকাতে এসে পৌছতে হএ, আদ্যা শক্তির খেলাএ অবতারের অবতার লীলা,' --- কাজেই অবতার কিন্তু, আদ্যা শক্তির অনুগত, শুদ্ধ ব্রহ্ম আদ্যা শক্তির থেকে বড়, ---কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম যখন এই নাম রুপের জগতে দেহ ধারী একটি মানব রুপে যদি আবির্ভুত হন, ---তাকে আদ্যা শক্তির অনুগত থাকতে হয়ে, ----সেই হিসাবে, শ্রীরামকৃষ্ণের থেকে, শ্রীমা, উর্দ্ধে রএছেন, এবং, আবার শ্রীমা, শ্রীরামকৃষ্ণের অবিছেদ্য অংগ,

স্বামী বিবেকান্দ, বোলেছেন যে, ----'শ্রীরামকৃষ্ণ যাএ যাক, বরং খতি নেই, কিন্তু মা ঠাকুরানী গেলে সর্বনাশ,' --- এ কথাটা আমরা কিন্তু আবেগের বশে স্বামীজী বলেছেন ভাবলে হবে না, ----এটি বাস্তব সত্য,

স্বামী শিবান্দজী মহারাজ বিশেষ কোরে বার বার বোলতেন, ---যে মাকে কি আমরা বুঝতে পেরেছি, --মাকে বুঝতে পেরেছিলেন ঠাকুর, আর কিছুটা বুঝেছিলেন স্বামীজী, -----ঠাকুর তার নিজের অর্চনার মাধ্যমে, বুঝিএ দিএছেন যে, মা কি বস্তু, ----সেই বিখ্যাত ঘটনাটি আমরা স্মরণ করতে পারি, যে মা ঠাকুরের ঘরে কোনো কাজে ঢুকেছেন, ঠাকুর সম্ভবত দেওলের দিকে মুখ করে শুএছিলেন, কেউ একজন ঢুকেছে, ভেবেছেন ভাইঝি লখি ঢুকেছে, বোলেছেন, যাবার সময়ে, দর্জাটা ভেজিয়ে দিয়ে যাস, মা বলেছেন আছা, মায়ের গলার স্বর শুনে ঠাকুর বুঝতে পেরেছেন যে শ্রী শ্রী মা, সংগে সংগে বলছেন, ---"ও তুমি, আমি ভেবেছিলাম লখি, কিছু মনে করো নি," ------ঐ খানে ব্যাপারটা মিটে যেতে পারে, মিটে গেছেও তো, ---কিন্তু পরের দিন ঠাকুর মায়ের থাকার ঘর নহবতে গিয়ে হাজির, বলছেন, ------"দেখো, সারা রাত আমার ভেবে ভেবে ঘুম হয়েনি, কেনো তোমাকে রুখ কথা বলে ফেললাম", ------কি আর এমন রুখ কথা বলেছিলেন, খমা তো আগের দিন চেয়ে নিয়েছেন, এর মানে তিনি আমাদেরকে দেখিএ দিলেন যে, --- সারদা দেবী রুপে যে মহা শক্তি জগতে আবির্ভুতা হয়েছেন, তাকে ভুল করেও, অনিছা সত্তেও, কোনো ভাবেই, তাকে অবগা করা যায় না,

স্বামীজী লিখছেন যে, ----'মাঝে মাঝে মনে হএ, যে তার সম্বন্ধে কিছু লিখি, কিন্তু ভয়ে পিছিয়ে যাই,' --- আমরা জানি যে স্বামীজী, ঠাকুরের কাছে সরাসরি পৌছে যেতেন, ---কিন্তু মায়ের কাছে যাবার আগে, কত সতর্ক হোতেন, ----একবার স্বামীজী তুরীয়ানন্দজীর সংগে, মাকে দেখ্তে যাছেন গংগা পার হোয়ে, মা বলরাম মন্দিরে আছেন, গংগার ঘোলা জল খাছেন, তুরীয়ানন্দজী বল্ছেন, 'সর্দি লাগবে তো,' -- স্বামীজী বললেন, ---'আমাদের তো মন, মায়ের কাছে যাছি, সেই যন্ন পবিত্র হয়ে নিছি,' --- যে বিবাকান্দের সম্বন্ধে ঠাকুর সব রকম ব্যতিক্রম করতেন, ---সেই বিবেকানন্দ স্বামীজী, মায়ের কাছে যাবার আগে সতর্ক হতেন, ----তার কারন হোছে, তারা বুঝতে পারতেন, যে সারদা দেবী রূপে, আমাদের সামনে আবির্ভুতা হোয়েছেন, মহা শক্তি,

সারদানন্দজী মহারাজকে, বরিষ্ঠ সন্যাসীরা শ্রী শ্রী মায়ের সম্বন্ধে কিছু লিখুন বলে অনুরোধ করলে, বলেছিলেন, ----'কিছু বুঝতে পারিনি,' -- আর বলেছিলেন, --- 'এমোন আসক্তি দেখিনি, এমোন বিরাগ ও দেখিনি, এতো তো রাধু রাধু করছেন, যে ই রাধুর উপর থেকে মন তুলে নিলেন, আর এক বার ও তাকালেন না,' ---সারদানন্দজী বুঝেছিলেন যে, রাধুর প্রতি মায়ের মন উঠে গেছে, তবে আর মাকে রাখা গেলো না,

শ্রী শ্রী মা নিজ মুখে বলেছেন যে, ---' ঠাকুর এবার আমাকে রেখে গেছেন, জগতে তার মাতৃ ভাব বিকাশের জন্য,' --- অর্থাত মায়ের মধ্যে যে মাতৃ ভাব দেখছি, বিশ্ব-প্লাবী মাতৃত্ব যা আমরা দেখছি, সে টি আসোলে শ্রী রামকৃষ্ণেরই মাতৃ-ভাব । ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, --- এই রকম যে বিশ্ব-প্লাবী মাতৃত্ব, তাকে ঈশ্বরের মাতৃ ভাব ছাডা আর কিছু বলা যেতে পারে না.

মায়ের সম্বন্ধে নিবেদিতা তার সেই বিখ্যাত চিঠিতে লিখেছেন, ---'বাস্তবিকই, ভগবানের যা-কিছু বিস্ময়কর সৃষ্টি সবই হচ্ছে অতি শান্ত। --ধীর পদক্ষেপে অজ্ঞাতে তারা প্রবেশ করে আমাদের জীবনে-যেমন বাতাস, সূর্যের আলো, যেমন বাগানের সৌন্দর্য-সুবাস, গঙ্গার স্নিগ্ধতা, ----এইসব শান্ত নীরব জিনিসই তোমার তুলনা। নিবেদিতা বলছেন, এই সব মহত সৃষ্টি গুলো, এরা তোমার মতন, ---নিবেদিতা কিন্তু এই কথা বলছেন না যে, ---মা তুমি এদের মতন, --বলছেন এই সব মহত সৃষ্টি গুল তোমার মতন, --এদের মধ্যে কিছুটা তোমার সেই নিরব ভালোবাসার প্রকাশ, ---এবং ঐ কথাটি বলছেন, ---'সত্যিই তুমি ঈশ্বরের আশ্চর্যতম সৃষ্টি! শ্রীরামকৃষ্ণের বিশ্বপ্রেম-সুধা-ধরণের পাত্র!—' ---শ্রী রামকৃষ্ণের অমৃত ভান্ড, শ্রী রামকৃষ্ণে নিজের হাতে একটি পাত্র তৈরি করলেন, আর সেটিতে, তার যে একটা মাতৃ-ভাব ছিলো, --একটা বিশ্ব-প্লাবী মাতৃ-ভাব ছিলো, মাতৃ-স্নেহ ছিল, -সেটি কে তিনি রেখে দিয়ে চলে গেলেন, এবং সেই পাত্রটি হছে, মা তুমি,

ঠাকুর চাইতেন, যারা ত্যাগী সন্ন্যাসী হবেন, তারা রাত্রে কম খাবে এবং ধ্যান-জপে রাত্রি কাটাবে, ---ঠাকুর একদিন মাকে গিয়ে বললেন, তুমি ওদের অত করে খেতে দাও কেন? তাহলে রাত্রে ধ্যান-জপ করবে কি করে ? মা বললেন, আমি মা, আমি ওদের পেট ভরে খাওয়াব. ---ঠাকুর বললেন, তাহলে ওদের ধ্যান-জপ হবে কে করে ? --তখন মা উত্তর দিলেন, --সে আমি দেখব, তুমি আমার ছেলেদের খাওয়া নিয়ে কিছু বলবে না, মায়ের মাতৃত্বের এতখানি দাবি যে, তিনি ঠাকুরকেও বললেন, তার সন্তানদের আধ্যাত্মিক কল্যাণের ভার তিনিই নেবেন, ---কিন্তু তার মাতৃত্বের ওপর ঠাকুরও কোনভাবে হাত দিতে পারবেন না ।

আবার কেবল মানুষেরই মা নন, তিনি সকলের মা, মা যাবেন কলকাতায়, ভাইঝি রাধু একটা বেড়াল পুষেছিল, --মায়ের মনে হলো, তিনি চলে গেলে সেবক গ্যান বেড়ালকে খেতে দেবেনা, তাই বললেন, ---'গ্যান, দেখো, একে দুটিদুটি খেতে দিও,' --তারপর ভাবলেন, হয়েতো এতেও গ্যানের মন কোমল হবে না, সে কারণে বললেন, 'দেখো, আমিই তো এর মধ্যে রয়েছি ।' --- মা সত্যি সত্যি জগদম্বা ছিলেন, চণ্ডীতে বলা হয়েছে, "যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা ।"

শ্রী রামকৃষ্ণ বলেছিলেন, "ও সারদা - সরস্বতী, গ্যান দিতে এসেছে ।' -- এক জন মাকে বললেন, ---মা এত জপ-ধ্যান করলাম, কিন্তু কিছু লাভ তো হয়েছে বলে মন হয় না । ---মা বললেন, এটা তোমার অহংকার, তুমি যে জপ-ধ্যান করে ভাবছ, একটা কিছু হয়ে গেছ, জানবে - এ তোমার অহংকার, তুমি সন্যাসী হয়েছ, ধ্যান করা, ভগবান্‌কে ডাকা তোমার কর্তব্য, ভগবানের যে দিন ইচ্ছা হবে, সেদিন তিনি দর্শন দেবেন, ----এই ছিল মায়ের দৃষ্টিভংগী ।

এক মহিলা ভক্ত মাকে নানা অশান্তির কথা জানিয়ে চিঠি লিখলে মা সেবককে বললেন --- লিখে দাও, জীবনে যা কিছু অন্যায় করে ফেলেছ, শৌচাদির যেমন কেহ হিসাব রাখে না, তেমনি ও-সবের হিসেব না রেখে, কোনও চিন্তা মনে না এনে, সরলভাবে শ্রী শ্রী ঠাকুরের চরণে মন দাও । -- অনুতাপ যদি প্রাণ থেকে এসে থাকে, তিনিই সব যোগাযোগ করে দেবেন । সময়ে সব হবে । তিনিই প্রাণে শান্তি দিবেন । সব ভুলে তার শরণাগত হও, মা, শরণাগত হও ।

কত আর মনের বাসনা গুলোর সংগে লড়াই করা যায়, এই প্রশ্নের উত্তরে মা বলেছিলেন --- "যতখন আমি বোধ রয়েছে, ততখন বাসনা তো থাকবেই । তিনিই রখা করবেন । যে তার শরণাগত, যে-সব ছেড়ে তার আশ্রয় নিয়েছে, তার ভাব আশ্রয় করেছে, যে-সত্যাশ্রয়ী, যে-ভাল হতে চায়, তাকে তিনি রখা করেন । তার উপর নির্ভর করে থাকতে হয় । ---তিনি ভাল করতে হয় করুন, ড়োবাতে হয় ড়োবান । ---তবে ভাল কাজটি করে যেতে হয়, তিনি যেমন শক্তি দেন । ---ঈশ্বরের শরণাগত হলে বিধির বিধান খন্ডন হয়ে যায় । তার নিজের কলম তার নিজ হাতে কাটতে হয় ।

এক জনের দীখা ও গৈরিক লাভর কথা প্রসগেং মা'র ভাইঝি মাকু বলল, ----'পিসিমা ভাল ছেলেদের সাধু করে দিছেন,' --- শ্রী শ্রী মা তখন বললেন, --'মাকু ওরা সব দেবশিশু, সংসারে ফুলের মতো পবিত্র হয়ে থাকবে । এরচেয়ে সুখের আর কী আছে, বলো দেখি ? সংসারে যে কী সুখ, তা তো সব দেখছিস । স্বামী সুখও দেখলি । এখন লজ্জা হয় না, আবার স্বামীর কাছে যাস? এতদিন আমার কাছে থেকে কী দেখলি ? এত আকর্ষণ, এত পশুভাব কেন ? কী সুখ পাচ্ছিস ? ফের যদি স্বামীর কাছে যাবি, দুর করে দেব । পবিত্র ভাবটা কি স্বপ্নেও তোদের ধারণা হয় না ? এখনো কি ভাই-বোনের মতো থাকতে পারবিনি? খালি শুয়োরের মতো থাকতে চাস ! তোদের সংসারের জ্বালায় আমার হাড় জ্বলে গেল ।

মাকু, ভগবানকে ডাকুক আর না ডাকুক যে বে না করে, সে তো অর্ধমুক্ত। তার যে-সময়ে একটু ভগবানে মন হবে, সেই সময়েই সে হু হু করে এগুতে থাকবে। ---[[সান্নিধ্যে/১৫৭-৫৮;মাঃকঃ ২/২৮২-৮৩]

এই রামকৃষ্ণ ভাবান্দোলনে মায়ের অবদান হছে, --- যে শ্রী রামকৃষ্ণকে জগতের প্রয়োজন, --সেই শ্রী রামকৃষ্ণকে, --সেই শ্রী রামকৃষ্ণ হয়ে উঠ্তে, তিনি সর্বোতো ভাবে সাহায্য করেছেন, ---কি ভাবে করেছেন, --যে শ্রী রামকৃষ্ণের স্থুল-শরীরকে রখা করেছেন, মা বোলেছেন যে, ঠাকুরের মন সব সময়ে, যে-কোনো ঈশ্বরীয় উদ্দিপনেই, সমাধিস্থ হয়ে যেত, ---এক মাত্র শ্রী শ্রী মাই, ঠাকুরকে যখন খেতে দিতেন, নানা কথা-বার্তা বলে, ঠাকুরের মন কে সমাধি থেকে ঠেকিএ রাখ্তেন, ---জননী যে ভাবে শিশু সন্তানের সেবা করে, সেই ভাবে ঠাকুরের স্থুল শরীরের সেবা করেছেন, ---স্থুলো শরীরের সাথে সাথে, ঠাকুরের অলৌকিক মনেরও পরিপোষণ করেছেন, ---একবার ঠাকুর মা ভবতারিণী কে প্রণাম করে, ভাবস্থ হয়ে পড়েছেন, ---অর্ধ-বাহ্য দশা, অধিকাংশ মন উর্ধ-লোকে, ---তিনি কথা বোলতে পারছেন না, কথা জড়িএ জড়িএ যাছে, পা টলছে, ---তার এইটুকু গ্যান আছে যে যারা নেশা করে তাদের কথা জড়িএ যাএ, পা টলে, ---ফির এসে মাকে নিজের ঘরে দেখ্তে পেয়ে বলছেন, --'ও গো, আমি কি মদ খেয়েছি,' -- মা মুহুর্তের মধ্যে উত্তর দিলেন, কোনো ভাবনা চিন্তা কোরতে হোলো না, ---'তুমি মদ খেতে যাবে কেনো, তুমি মা কালীর ভাবামৃত পান করেছো,' -- সংগে সংগে ঠাকুর শান্ত হলেন।

এই ঘটনাটির ওপরে স্বামী গম্ভীরানন্দজী মহারাজ একটা অসাধারন মন্তব্য করেছেন, বলছেন, ---'দেবতার পূজার, একটা বিধান আছে, মানুষের সেবারও একটা ধারা আছে, ---কিন্তু দেবতা যখন মানব হয়ে আসেন, তখন দেবী-মানবীই পারে, তার শরীর এবং মনের সব প্রয়োজন কে বুঝে সেই অনুযাই, সব সময়ে ব্যবস্থা করতে,

----যে শ্রী রামকৃষ্ণকে জগতের প্রয়োজন ছিলো, যে শ্রী রামকৃষ্ণকে পেয়ে জগত ধন্য হয়েছে, সেই শ্রী রামকৃষ্ণ সম্ভব হোতো না, দেবী-মানবী স্বয়ম ভগবতী শ্রী মা সারদা দেবীর সেবা ছাড়া, তিনি যদি তার সহধর্মীণি না হতেন, তা হলে সেটা সম্ভব হতো না,

ঠাকুর চলে যাওয়ার পর তার সন্তানেরা নানা স্থানে ঘুরে বেড়াছেন । ----ঠাকুরের আবির্ভাবের যে একটা বিশেষ তাত্পর্য আছে. অনেকে তা ঠিক বুঝে উঠতে পারেনি । --কেবল মা ও স্বামীজী বুঝেছিলেন । ---স্বামীজী আমেরিকায় বলেছিলেন, --'যখন আমরা কয়েকটি তরুণ নিরালম্ব হয়ে ঘুরে বেডাচ্ছি, কেউ কোন আমল দেয় না, --বলে এদের আবার বুদ্ধিশুদ্ধি কি ! --তখন একজন মাত্র আমাদের পিছনে এসে দাড়িয়েছিলেন, --তিনি ছিলেন, এক নারী, --এবং তার নিজেরও কোন শক্তিসামর্থ্য ছিল না । কিন্তু তিনি দাড়িয়েছিলেন আমাদের পিছনে । তিনি আমাদের গুরুদেবের সহধর্মিণী ।'

শ্রী শ্রী মা বলেছিলেন, "আহা ঠাকুরের কাছে কত কেঁদেছি, প্রার্থনা করেছি। তবে তো আজ তার কৃপায় মঠ-টঠ যা কিছু। --ঠাকুরের শরীর যাবার পর সব ছেলেরা সংসার ছেড়েছুড়ে দিয়ে দিনকতক একটা আশ্রয় করে সব একসংগে জুটল। -- ও মা, তারপর বৈরাগ্য এল, একে একে সকলে স্বাধীনভাবে বেরিয়ে পড়ে, এখানে ওখানে ঘুরতে থাকে। তখন আমার মনে খুব দুঃখ হল, --ঠাকুরের কাছে আকুল হয় এই বলে প্রার্থনা করতে লাগলুম --- ঠাকুর তুমি এলে, এ কজনকে নিয়ে লীলা করে আনন্দ করে চলে গেলে, আর অমনি সব শেষ হয়ে গেল ? ---- তাহলে আর কষ্ট করে আসার কী দরকার ছিল ? কাশী বৃন্দাবনে দেখেছি, অনেক সাধু ভিখা করে খায়, আর গাছতলায় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। সেরকম সাধুর তো আর অভাব নেই। ---তোমার নাম করে সব ছেড়ে বেরিয়ে, আমার ছেলেরা যে দুটি অন্নের জন্য ঘুরে ঘুরে বেড়াবে তা আমি দেখতে পারবনি। --আমার প্রার্থনা, তোমার নামে, তোমাকে আশ্রয় করে যারা বেরুবে, তাদের মোটা ভাতকাপড়ের যেন অভাব না হয়। ---আর ওরা সব তোমাকে, আর তোমার ভাব উপদেশ নিয়ে এক স্থানে থাকবে। -- আর এইসব সংসার তাপদগ্ধ লোকেরা তাদের কাছে এসে তোমার কথা শুনে শান্তি পাবে। এজন্যেই তো আসা। তারপর এই মঠ মিশন সব হলো, নরেন করলো।"

শিশু রামকৃষ্ণ সংঘকে তিনি লালন পালন করেছেন, --তার পর সে ই শিশু রামকৃষ্ণ সংঘ যখন বড হয়েছে, তখন তিনি সেটির ধাত্রি-রুপে বিরাজ করেছেন, --তার সংঘজননী নাম টি স্বামী বিবেকানন্দ দিয়েছিলেন, ---১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা মে, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতিষ্ঠার দিন, --সে দিন স্বামীজী সবার আগে বললেন, ---'আছা শোনো, আমি একটা গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপারে আলোচনা কোরতে চাই, --শ্রী শ্রী মা, তার কোনো থাকবার যায়েগা নেই, তার কোনো ভরন পোষনের ব্যবস্থা নেই, ---দানের উপরে নির্ভর কোরতে হয়ে, -- আমাদের যে টুকু টাকা জমেছে, তার থেকে আমি চাই মার যন্ন প্রতি মাসে কিছু টাকা দিতে,' --- তখন সবাই সমর্থন করলো, কিন্তু কেউ সাত টাকা থেকে বেশী উঠ্‌তে পারলো না, --- তখন স্বামীজীর মুখ দুঃখে কালো হয়ে গেলো, ---বোললেন, 'কি বলছো, ---তোমরা কি মনে করছো, ---- শ্রী শ্রী মা কে তোমরা শ্রী রামকৃষ্ণের স্ত্রী, আমাদের গুরু পত্নী বলে কী তোমরা শুধু মনে কর, ---- শ্রী শ্রী মা তা নএ, তিনি আদ্যা শক্তি, তিনি জগত জননী, এই যে সংঘ আমাদের হতে চলেছে, তিনি হছেন সেই সংঘের রখা-কত্রী, পালন কারীণী, তিনি সংঘ জননী, ----মাসে পচিশ টাকার কমে কিছুতেই দেওআ চলবে না,'

মা প্রশাশনিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, ছোট-খাটো ব্যাপারে, বড ব্যপারেও, ---- একবার ব্রহ্মচারী ছোট নগেন কোনো একটা অন্যায় করায় মঠাধ্যখ মহাপুরুষ মহারাজ তাকে মঠ থেকে তাডিএ দেবেন, এই ভয়ে, তিনি এক বস্ত্রে পায়ে হেটে, জয়রামবাটিতে মায়ের কাছে উপস্থিঅ হন, ও মাকে সব বলেন। মা সব শুনে মঠে শিবানন্দজীকে নির্দেশ পাঠালেন -

--- 'বাবাজীবন তারক, ছোট নগেন তোমার কাছে কী অপরধ করেছে। তুমি তাকে মঠ থেকে তাড়িয়ে দেবে বলে সমস্ত রাস্তা পায়ে হেটে আমার কাছে চলে এসেছে। ---তা বাবা, মায়ের কাছে কি ছেলের অপরাধ আছে? তুমি, বাবা তাকে কিছু বলো না।' ---- ব্রহ্মচারী জখন মঠে ফিরলেন, মহাপুরুষ মহারাজ তার গলা জড়িএ ধরে বললেন, 'বেটা আমার নামে হাই কোর্টে গেছিলিস,' -

-- কিন্তু অপরাধ জখন কাম বা কান্চ্ন ঘটিত, যেটা সাধু জীবনের মূল আদর্শ-গত অপরাধ, তখন তাকে বিতাড়িত করেছেন, বলেছেন ব্রত-ভংগ কারীকে কোন প্রায়শ্চিত্তে সংঘে স্থান দিতে পারবোনা , আমি তোমার মা থাকবো, তুমি আমার চির কাল ছেলে থাকবে, কিন্তু খমা নেই,

শ্রী শ্রী মা সংসারে থেকেও সংসারের সংগে বিজড়িত না হয়ে মুক্ত ও নিরাসক্ত ছিলেন। মায়ের ভাইরা ছিলেন অত্যন্ত বিষয়ী। একবার দুই ভাইয়ে বেড়া নিএ ভয়ানক তর্কাতর্কি শুরু করেছে, তর্কাতর্কি থেকে হাতাহাতি শুরু হতে যাছে, মা তাদের দুজনের মধ্যে মধ্যস্থ হয়ে একবার এ*কে সরাছেন, একবার ও*কে সরছেন, মায়ের মধ্যস্থতায় খানিকখ্ণ পর যখন ভাইরা শান্ত হলেন, তখন মা নিজের বাড়ির দরজার কাছে বসে হাসছেন আর বলছেন, ---'কি নিয়ে ঝগ্ড়া করছে গো! দুদিন পরে কার কি থাকবে কিছুই ঠিক নেই,'

মায়ের এই নিঃস্পৃহতা,নিরাসক্তি তার মূল ভাব। এই নিরাসক্তি ও ত্যাগের আদর্শে ছিল তার সমস্ত জীবনটি বা*ধা, আর তার মন-প্রাণ সব ছিল ঈশ্বরময়। সেই ত্যাগ এবং ঈশ্বরময়তাই হলো তার জীবনের বাণী।